অর্থবছর ২০১০-১১ এর প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১০) মুদ্রানীতি ভংগী ঘোষণা

ড. আতিউর রহমান
গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক
তারিখঃ ১৯ জুলাই ২০১০

প্রিয় গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ,

আপনারা জানেন প্রতি অর্থবছরে দু'বার (ষান্মাষিক ভিত্তিতে) বাংলাদেশ ব্যাংক তার মুদ্রানীতির বিবরণ প্রকাশ করে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর ১০) মুদ্রানীতির ভংগী এই বিবরণে প্রকাশ করা হয়েছে। মুদ্রানীতি বিবরণীর (Monetary Policy Statement) দশম এই ইস্যুটিতে বরাবরের মতো মূল্য পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার বিষয়টিই প্রধানতম গুরুত্ব পেয়েছে। এর পাশাপাশি আরো বেশি সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি কি করে দ্রুততর করা যায় এবং দারিদ্র্য মোচনের লক্ষ্যে সরকারের নানামুখী উদ্যোগগুলোকে কি করে আর্থিক সমর্থন যোগানো যায় সে বিষয়গুলিও এতে স্থান পেয়েছে। বিবরণীটি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় আমরা বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী সংঠনের প্রতিনিধি, আর্থিক খাতের প্রবীণ নীতিনির্ধারক ও বিশেষজ্ঞবর্গসহ সংশ্লিষ্ট 'stakeholder' গোষ্ঠীগুলোর সংগে নিবিড়ভাবে আলোচনা করেছি; এসব পরামর্শ সভা থেকে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও নীতিভাবনা আহরণ করেছি। এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পরামর্শের জন্যে আমরা তাঁদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া গত এপ্রিল থেকে নবগঠিত 'মনিটরী পলিসি কমিটি' (MPC) এর নিয়মিত সভায় আমি ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরগণ, উর্ধ্বতন পরামর্শক, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং মনিটরি পলিসি বিভাগের জ্যেষ্ঠদের সাথে চলমান মুদ্রানীতি পরিস্থিতির পর্যালোচনা সূচনা করেছি। প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে 'brainstorming' বা মতবিনিময়ের মাধ্যমে এই কমিটি মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এক নতুন গভীরতা এনেছে। আমরা আগামীতে এই প্রক্রিয়াকে আরো জোরদার এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে বিশদতর গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে চাই।

মুদ্রানীতি ভংগীর আগাম ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত বা অংশগ্রহণকারী ও সাধারণ জনগোষ্ঠীর মনে মূল্যস্ফীতির সম্ভাব্য গতিধারার ঝোঁক বা অনুমান (Inflation expectation) এর একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা দেয়া। মোটাদাগে সাধারণ পাঠকদের জন্য এই গতিধারার বাইরে মুদ্রানীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা নির্ভর বিশ্লেষণমূলক আলোচনা বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম প্রকাশনা 'মনিটরী পলিসি রিভিউ' এর বিভিন্ন সংখ্যায় অথবা পলিসি নোটে নিয়মিতই প্রকাশিত হয়ে থাকে।

মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও পরিচালনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবহৃত হাতিয়ার ও কৌশলগুলো মূলধন খাতে (capital account) লেনদেনে বিধিনিষেধ রাখা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতোই। মূলধন খাতে

বিধিনিষেধ মুদ্রা যোগানের পরিমানগত নিয়ন্ত্রণ কৌশলগুলো কার্যকর রাখে; নীতিনির্দেশক সুদহারগুলোয় (রেপো, রিভার্স রেপো সুদ হার) পরিবর্তন আনা ছাড়াও সার্বিক মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি প্রয়োজনমতো বাড়ানো কমানোর লক্ষ্যে তফসিলী ব্যাংকের নগদ জমা ও তরল সম্পদ সংরক্ষণের বাধ্যতামূলক মাত্রাগুলোয় সময় সময় পরিবর্তন আনা হয় ।

প্রবৃদ্ধি পরিস্থিতি, নিকট মেয়াদী সম্ভাবনা

বিগত অর্থবছরে (২০০৯-১০) কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি বেশ জোরালোই ছিল বলা চলে । এর পেছনে সামগ্রিকভাবে অনুকূল আবহাওয়া, উপকরণাদি সরবরাহে সরকারের সময়োচিত দৃঢ় সমর্থন, কৃষি ঋণের পর্যাপ্ত ও সময়োচিত যোগানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্রিয়তা বড়ো ধরণের অবদান রেখেছে । এই সময়ে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি ৪.৩৯ শতাংশ হয়েছে বলে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রাক্কলন করেছে । পূর্ববর্তী অর্থ বছরে (২০০৮-০৯) অবশ্য এই হার আরেকটু বেশি ছিল (৪.৬০%) । বিগত অর্থবছরে (২০০৯-১০) শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার প্রাক্কলন করা হয়েছে ৬.৪২ শতাংশ । পূর্ববর্তী বছরে তা ছিল ৬.৪৬ শতাংশ । শিল্পখাতে প্রাক্কলিত এই প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থ বছরের চেয়ে সামান্য কম হলেও বিদ্যমান গ্যাস ও বিদ্যুত যোগানের সমস্যার কারণে উৎপাদন বিঘ্ন ও বিশ্ব মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাশার চেয়ে রপ্তানীখাতের প্রবৃদ্ধি মন্থর হওয়ার বিষয়গুলো বিবেচনায় নিলে তা সন্তোষজনকই বলা চলে ।

বিগত অর্থবছর-১০ এ সেবাখাতের প্রবৃদ্ধির সরকারী প্রাক্কলন হচ্ছে ৬.৫৯ শতাংশ । পূর্ববর্তী অর্থবছরে তা ছিল ৬.৩২ শতাংশ । ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে ঋণ যোগান বৃদ্ধির জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম সেবাখাতের এই জোরালো প্রবৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। তাছাড়া, সরকারও এ জন্য শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দা মোকাবেলার জন্যে প্রণোদনার পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণ করেছে। সরকার আশা করছে অর্থবছর-১০ এ সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে ৬.০৯ শতাংশ। উল্লেখ্য, অর্থবছর-০৯ এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৮৮ শতাংশ । অর্থবছর ১০ এর জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন এখনো পাওয়া যায়নি। তবে অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন যে অর্থবছর ১০-এ সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি পূর্বঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা ৬ শতাংশের কিছু কম দাঁড়াবে । জ্বালানী যোগানে স্বল্পতার কারণে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিঘ্নিত হওয়া এবং বিশ্ব মন্দার প্রভাবে রপ্তানী প্রবৃদ্ধিতে ভাটা পড়ার কারণে তাঁরা এ ধরনের আশংকা প্রকাশ করেছেন ।

চলতি অর্থবছরের (২০১০-১১) জন্য জাতীয় বাজেটে ঘোষিত মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬.৭ শতাংশ । এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে কৃষির জন্য অনুকূল আবহাওয়া, পর্যাপ্ত ঋণের প্রবাহসহ উপকরণ সরবরাহ, উদীয়মান অর্থনীতির দেশসহ নতুন বাজারে রপ্তানীর পরিমান বৃদ্ধির মাধ্যমে সামগ্রিক রপ্তানী প্রবৃদ্ধি বাড়ানো এবং বিদ্যুৎ ও গ্যাসের যোগানে

জরুরী ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য হারে উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন হবে । পাশাপাশি অন্যান্য অবকাঠামো খাতেরও উন্নতি নিশ্চিত করতে হবে ।

বিশ্বমন্দা পরিস্থিতির উন্নতির সাথে সাথে গত এপ্রিল ২০১০ থেকে দেশের রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ধনাত্মক ধারায় ফিরে এসেছে । মার্চ ২০১০ এ রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার ছিল -০.৯০ শতাংশ, যা মে ২০১০ এ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২.৫ শতাংশ । অন্যদিকে অর্থবছর ২০১০ এর তৃতীয় ত্রৈমাসিক (মার্চ ২০১০) থেকে দীর্ঘমেয়াদি শিল্প ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির সাথে সাথে মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে । মে ২০১০ এ আমদানি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ২.৮ শতাংশ । তবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সংকট মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানির গতিকে কিছুটা শ্লথ করেছে । আশা করা যায়, বর্তমান অর্থবছর ২০১১ তে আমদানি ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধিতে গতি আসবে এবং উভয়ই দুই অংকের ঘরে পৌছাবে ।

মূল্য পরিস্থিতি, নিকট মেয়াদী সম্ভাবনা

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত থেকে দেখা যায়, এপ্রিল ২০১০ এ বার্ষিক ভোক্তামূল্যস্ফীতি (point to point) মার্চের তুলনায় খানিকটা কমে আসলেও ১২ মাসের গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ৬.৫১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে । এই হার কিন্তু অর্থবছর ২০১০ (জুন ২০১০) এর প্রক্ষেপিত বার্ষিক গড় ভোক্তামূল্যস্ফীতি ৬.৫ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ফেলেছে । আইএমএফ World Economic Outlook এর জুলাই আপডেটে বলেছে, ২০১০ ও ২০১১ সনে বিশ্ব মূল্যস্ফীতি পরিমিত থাকবে । বাংলাদেশে অর্থবছর ১১ এর জন্য জাতীয় বাজেটেও অনুরূপ মনোভঙ্গি লক্ষ্য করা গেছে । বাজেটে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছর শেষে গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ৬.৫ শতাংশের মধ্যেই থাকবে ।

অর্থবছর ২০১১ এর প্রথমার্ধের জন্য মুদ্রানীতি ভংগী

অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরেও (২০১০-১১) প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রানীতি ভংঙ্গী বজায় থাকবে । তবে মূল্যস্ফীতির চাপকে সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে । আর্থিক সেবায় অন্তর্ভূক্তি (financial inclusion) প্রসারের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক যেসব উদ্যোগ নিয়েছে (যেমন কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও অন্যান্য উৎপাদনমূখী খাতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন কার্যক্রম) সেগুলো আরো জোরদার করা হবে । পাশাপাশি অপচয়ী ভোগ, অনুৎপাদনশীল ফটকাবাজারী বিনিয়োগের প্রসার নিরুৎসাহিত রাখার বর্তমান ধারাকে আরো বেগবান করা হবে । এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রয়াসকে সহায়তা দেবার জন্য আমি নাগরিক সমাজের নেতৃত্বের সক্রিয় ভূমিকার অনুরোধ ও আহবান জানাবো; যাতে চলতি আয়সংস্থান নির্ভর ভোগ এবং পর্যাপ্ত মালিকানাস্বতঃ (ইকুয়িটি) নির্ভর বিনিয়োগের প্রবনতা আমাদের সামজিক জীবনে দৃঢ় প্রোথিত, সুসংহত হয় । উপরে

বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ মাথায় রেখে জাতীয় বাজেটে উল্লেখিত জিডিপি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে চলতি অর্থবছর ১১ এর জন্যে মনিটারী প্রোগ্রাম প্রণীত হয়েছে । এ বছরও নীতি নির্দেশক সুদ হার/ সিআরআর/এসএলআর এর প্রয়োজন মাফিক পরিবর্তনের মাধ্যমে তারল্য ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ব্যাংক সদা সক্রিয় থাকবে । বৈদেশিক রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ দেশে তারল্য স্ফীতি ঘটায় এবং টাকার ওপর অতিমূল্যায়ন চাপ সৃষ্টি করে । দেশের ভেতরে বিনিয়োগ কর্মকান্ডের মাত্রা বাড়িয়ে এই দুই চাপই মোকাবেলার চেষ্টা করা হবে । আশা করা যায়, প্রবাসে কর্মরতদের রেমিট্যান্স ও আমদানী প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিক ধারায় ফিরে আসলে এ ধরনের চাপ অনেকটাই প্রশমিত হবে ।

অর্থনীতির প্রকৃত খাতে (real sector) মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অভীষ্ট প্রভাবগুলো সঞ্চারের মূল মাধ্যম (transmission medium) দেশের আর্থিক খাত । মুদ্রানীতির কার্যকারিতার জন্য আর্থিক খাতের দক্ষতা ও স্থিতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ । এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সক্রিয় তারল্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতার ও দক্ষতার ওপর সার্বক্ষণিক তদারকি বজায় রেখেছে । ব্যাসেল-২ মূলধন ব্যবস্থা ২০১০ থেকে প্রবর্তনের পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তারল্য ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সম্পদের গুনগতমান ও এর বিপরীতে প্রভিশনিং সম্পর্কে বিধি ব্যবস্থাদি এসব বিষয়ে বৈশ্বিক বিধিব্যবস্থার সংস্কার প্রস্তাবের আলোকে পর্যালোচনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । ব্যাংকগুলোর নিয়মিত stress testing এর মাধ্যমে এগুলোর দূর্বলতার দিকগুলো (vulnerabilities) সম্পর্কে early warning ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে । আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনা ও স্থিতিশীলতার বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী মালিকানার ব্যাংকগুলো একই ভিত্তিতে, একই মাপকাঠিতে বাংলাদেশ ব্যাংক তদারকি করছে ।

সবশেষে, আপনাদের এই বলে আশ্বস্ত করতে চাই যে চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতির ভংগীটি হবে আরো দ্রুত অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং আরো সহনীয় মূল্যস্ফীতি সহায়ক । তবে এই মুদ্রানীতি হবে গতিশীল এবং নিরন্তর পর্যালোচনাধীন । অর্থনীতির প্রকৃত গতিধারার আলোকে এই পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনার কাজটি সার্বক্ষণিকভাবে করতে হবে । একই সঙ্গে উৎপাদনশীল সকল অর্থনৈতিক খাতের প্রসারে ঋণ প্রাপ্তি যেমন বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হবে তেমনি অর্থ ও ঋণ বাজারের (money & credit markets) সুশৃঙ্খল পরিচালনার স্বার্থে সর্বোচ্চ স্থীতিশীলতা বজায় রাখার জন্যে প্রাসঙ্গিক সকল পদক্ষেপ নিতে বাংলাদেশ ব্যাংক পিছপা হবেনা ।